দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ NOV. 1 1 1999

একটি সরকারী বিদ্যালয়ে

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিগত ২৬-৮-৯৯ তারিখ হইতে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম স্থবির হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের আবাসিক কক্ষে তালা লাগানো ও তাঁহাকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না দেওয়া এবং ছাত্রীদেরকে জোরপূর্বক মিছিল করিতে বাধ্য করা, আর একজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি, থানা পুলিশ লইয়া দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি তাহার কারণ। সচেতন অভিভাবকগণ তাঁহাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো আপাততঃ বন্ধ রাখিয়াছেন। অত্র বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক স্থানীয়। ইতিপূর্বে অস্থানীয় দুই শিক্ষক এখানে টিকিতে না পারিয়া চেষ্টা-তদবির করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়টিতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ৩১/৮/৯৯ তারিখে শেষ হইলেও অদ্যাবধি প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় নাই এবং দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় ফলাফল ঘোষণা করা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হইলেও বৈদ্যুতিক পাখার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীর নিকট হইতে ৬০ টাকা করিয়া নেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ফিস, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফিস এবং বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফিস ৩-৪ গুণ বেশী আদায় করা হইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণে এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা পড়াশোনা করিতে পারে না। কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্থানীয় ও প্রভাবশালী হওয়ায় কেহ কোন কথা বলিবার সাহস পায় না। শারীরিকভাবে অক্ষম এবং পঙ্গু এক শিক্ষক ৬/৭ বৎসর যাবৎ বহালতবিয়তে সরকারী অর্থ গ্রহণ করিতেছেন। এক শিক্ষিকা সরকারী বাসায় থাকা সত্ত্বেও বাড়ি ভাড়া উত্তোলন করিতেছে গত ৪-৫ বৎসর যাবৎ। এমতাবস্থায়, অত্র বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কবিতা আক্তার,
গ্রামঃ মালিরচর,
উপজেলাঃ বকশীগঞ্জ,
জেলাঃ জামালপুর।